সমবায় সমিতির আঙ্গিকে সংগঠিত নারী হস্তশিল্পীদের ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় কোর-দি জুট ওয়ার্কস এর ভূমিকা

নারী ও সমাজে সুবিধা বঞ্চিত হস্তশিল্পীদের জন্য ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠায় কোর-দি জুট ওয়ার্কস ১৯৭৩ সালে এর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই কাজ করে আসছে।

কোর-দি জুট ওয়ার্কস এর হস্তশিল্প উৎপাদনকারিণীরা স্বায়ত্বশাসিত সমবায় সমিতির আঙ্গিকে সংগঠিত। বর্তমানে ১৬২টি দলে ৪১১২ জন হস্তশিল্পী বাংলাদেশের ১৯টি জেলায় সংগঠিত, যার মধ্যে ৩৭৬২ জন নারী ও ৩৫০ জন পুরুষ। মাঠ পর্যায়ে প্রতিটি দলে তিন বৎসর অন্তর নির্বাচিত ৫ সদস্য বিশিষ্ট পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক দলগুলো পরিচালিত হয়। উৎপাদনকারিণীদের মধ্য হতে নির্বাচিত প্রতিনিধি কোর-দি জুট ওয়ার্কস এর ট্রাস্টি বোর্ডে উপস্থিত থেকে তাঁদের বিভিন্ন সমস্যা বা চাহিদার কথা তুলে ধরতে পারেন এবং জনপ্রতিনিধি হিসেবে সংস্থার মঙ্গলার্থে বিভিন্ন পরিকল্পনা ও নীতি নির্ধারণে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে পারেন।

উৎপাদনকারিণীদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধন করাই যেহেতু অত্র সংস্থার মূল উদ্দেশ্য, সেহেতু অর্থ ও মানব সম্পদের যথাযথ ব্যবহার দ্বারা উৎপাদনকারিণীদের স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।

কোর-দি জুট ওয়ার্কস ন্যায্য বাণিজ্যে বিশ্বাসী। সেই আশির দশক থেকে বিশ্বব্যাপী যে ন্যায্য বাণিজ্য আন্দোলন শুরু হয়, অত্র সংস্থা সেই সূচনালগ্ন থেকেই এই আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত। ন্যায্য বাণিজ্য বা ফেয়ার ট্রেড হচ্ছে প্রথাগত (প্রতিযোগিতামূলক) আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের একটি বিকল্প পন্থা। এটি এমন একটি বণিজ্যিক অংশীদারী ব্যবস্থা, যার লক্ষ্য হচ্ছে সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত ও দুঃস্থ কারুশিল্পীদের জন্যে একটি টেকসই উন্নয়ন ধারা নিশ্চিতকরণ। ন্যায্য বাণিজ্যের মূল লক্ষ্যই হচ্ছে, বিশ্বের উন্নয়নশীল দেশসমূহের দরিদ্রতা দূর করতে এমন বাণিজ্য নীতি প্রণয়ন করা যাতে উন্নয়নশীল দেশগুলো তাদের উৎপাদিত পণ্য দ্বারা নিজ দেশের চাহিদা মেটানোর পাশাপাশি, বিশ্বের উন্নত দেশেও উৎপাদিত পণ্যসামগ্রী ন্যায্যতার ভিত্তিতে বিক্রি করতে পারে।

দীর্ঘমেয়াদী সাহায্যের চেয়ে ন্যায্য বাণিজ্য অনেক উত্তম - এই নীতি হস্তশিল্পীদের নিজের যোগ্যতা, স্থায়ীত্বশীলতা ও উন্নত জীবন গড়ে তুলতে সহায়তা করে। নারী হস্তশিল্পীদের জন্য ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠাকল্পে, কোর-দি জুট ওয়ার্কস বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত ন্যায্য বাণিজ্যের নিম্নোক্ত নীতি সমূহ সূচারুরূপে পালন করতে সচেষ্ট:

১. অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া ও সুবিধা বঞ্চিত হস্তশিল্পীদের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের প্রস্তুতকৃত পণ্যের বাজারজাতকরণে সহায়তা প্রদান।

২. স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে, পারস্পরিক শ্রদ্ধায় বাণিজ্যিক অংশীদারদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন।

৩. বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও কার্যক্রমের মাধ্যমে হস্তশিল্পীদের কর্মদক্ষতা ও নৈপুণ্য বাড়াতে সহায়তা প্রদান।

৪. ন্যায্য বাণিজ্য প্রসারে অত্র সংস্থা দ্বারা, উৎপাদনকারিণী ও তাঁদের কর্মপরিবেশ সম্বন্ধে যথাযথ তথ্য প্রদান, উৎপাদিত পণ্যের সর্বোচ্চ গুণগত মান নিশ্চিতকরণ ও যথাযথ মোড়কীকরণের মাধ্যমে, ক্রেতাসাধারণকে সৎ প্রচারণা দ্বারা পণ্য ক্রয়ে উদ্বুদ্ধকরণ।

৫. স্থানীয় মানানুসারে, পুরুষ হস্তশিল্পীদের সমপরিমাণ নারী হস্তশিল্পীদেরও তাদের পণ্যের জন্য যথাসম্ভব দ্রুত ন্যায্য মজুরি প্রদান, প্রয়োজনে কাঁচামাল ক্রয়ের জন্য অগ্রিম অর্থ প্রদান।

৬. পুরুষ উৎপাদনকারীর পাশাপাশি নারী উৎপাদনকারিণীকেও সমমর্যাদায় সমপরিমাণ মজুরি প্রদান এবং নারী নেতৃত্ব ও ক্ষমতায়নে উদ্বুদ্ধকরণ।

৭. নারী হস্তশিল্পীদের স্বাস্থ্যসম্মত ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতকরণ, তাঁদের ব্যবহৃত কাঁচামাল তাঁদের স্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য যেন ক্ষতিকারক না হয় সে ব্যাপারেও লক্ষ্য প্রদান।

৮. উৎপাদনকারিণী মায়েরা যেন তাঁদের শিশু সন্তানকে, শিশু শ্রমিক হিসেবে উপার্জনে নিয়োজিত না করে বরং পুষ্টিকর খাদ্য, লেখাপড়া ও খেলাধূলার সুযোগ দান করে - এ ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি প্রদান।